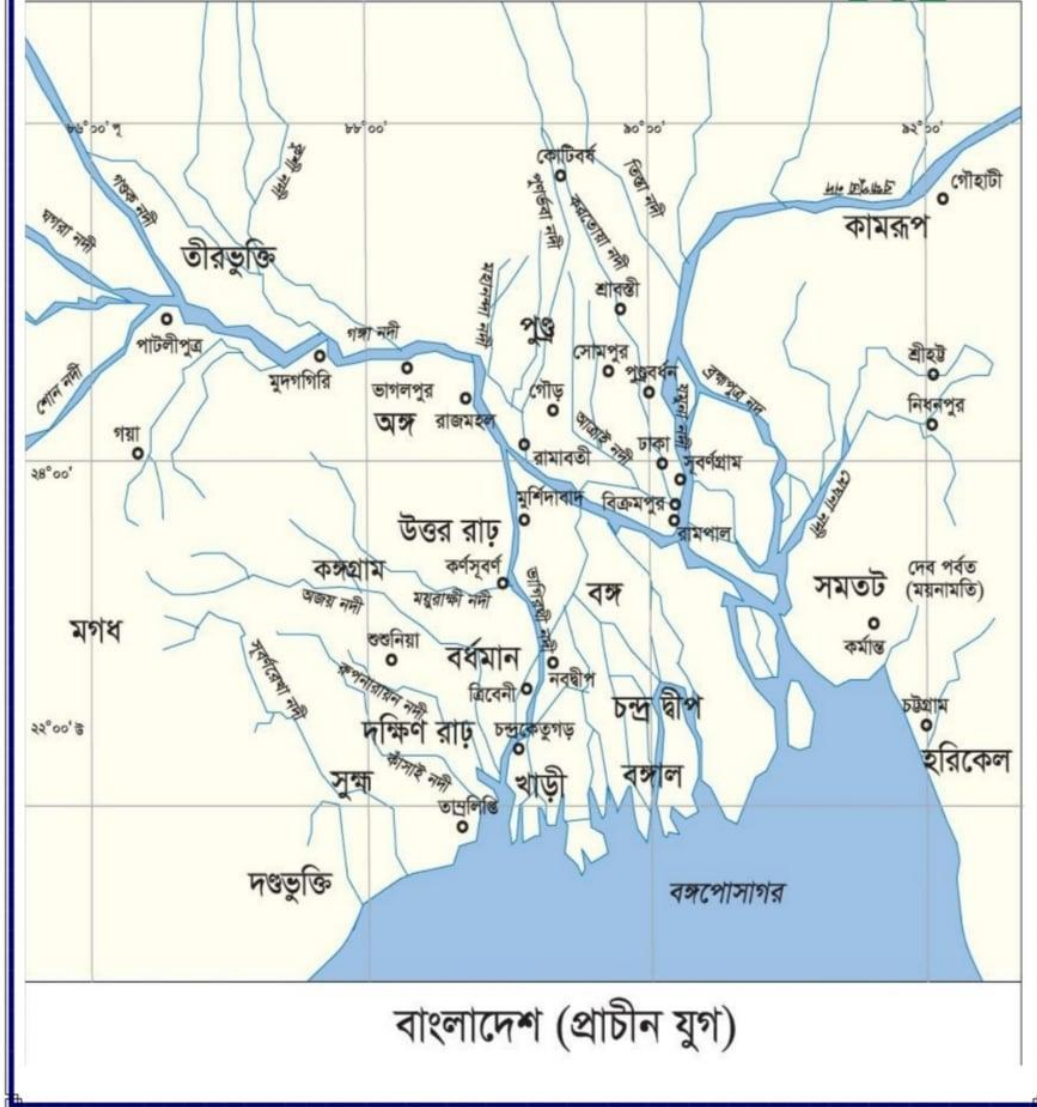


**অ্যাসাইনমেন্ট:** প্রাচীন বাংলার মানচিত্রে জনপদসমূহ চিহ্নিত করে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে জনপদ গড়ে উঠার কারণ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখ; (১৫০-২০০ শব্দ)

### ক.প্রাচীন বাংলার মানচিত্র অংকন করে জনপদগুলো চিহ্নিত করনঃ

প্রাচীনকালে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোর নাম দেয়া হয়েছিল জনপদ। চতুর্থ শতক হতে গুপ্ত যুগ, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ১৬ টি জনপদগুলোর নাম পাওয়া যায় (বাংলায় ছিল ১০টি)। যথা বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, রাঢ়, পুণ্ড ও বারিন্দ্রী প্রভৃতি নামে জনপদ ছিল।



### খ.প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যাঃ

আমাদের এই অতিপ্রিয় বাংলার জন্ম কিন্তু রাতারাতি হয় নি। প্রাচীন বাংলার যাত্রা শুরু হয় বেশ কিছু জনপদের মাধ্যমে। উত্তীর্ণ শিলালিপি ও বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। তবে একেটি জনপদের সীমা এক এক রকম

ছিল। এই জনপদগুলো ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে বর্তমান বাংলার রূপ পরিস্ফুটন হয়েছে। তাই এই জনপদগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো:

**পুন্ড্র:** প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান জনপদ ছিল পুন্ড্র। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত পুন্ড্রদের রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর যা পরবর্তীকালে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত হয়। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পুন্ড্রই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা প্রাপ্ত লিপিশিলাকেই মনে করা হয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিলালিপি।

**বঙ্গ:** বঙ্গ নামেই বাংলা নামটি জড়িয়ে আছে। এটি অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুর, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালির নিচু জলাভূমি পর্যন্ত ছিল বঙ্গ জনপদের বিস্তৃতি। বঙ্গ জনপদ ছিল খুবই শক্তিশালী অঞ্চল। এই বঙ্গ নাম থেকেই বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

**গৌড়:** প্রাচীন বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় জনপদ ছিল গৌড়। তবে এই জনপদটির প্রাথমিক অবস্থান ঠিকমতো জানা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হয় ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে গৌড় রাজ্য নামে স্বাধীন এক রাজ্য ছিল। যার রাজা ছিলেন শশাঙ্ক এবং রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শক্তিশালী রাজা। তার শাসনামলে প্রাচীন বাংলায় গৌড় জনপদ অনেক সমৃদ্ধ হয়েছিল।

**হরিকেল:** সপ্তম শতকের লেখকদের বর্ণনায় হরিকেল জনপদের অবস্থান যে পূর্ব বাংলায় ছিল সেটা জানা যায়। বর্তমান সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই জনপদ ছিল সমৃদ্ধ। সমতট অনেকেই মনে করেন সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মােহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলকেই সম্ভবত সমতট বলত হতো। কামতা ছিল এর রাজধানী। এই জনপদের নিদর্শন পাওয়া যায় কুমিল্লার ময়নামতিতে। শালবন বিহার এদের অন্যতম। উপরিলিখিত প্রাচীন জনপদগুলো থেকে আমরা প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। প্রাচীন জনপদগুলোতেই পারস্পরিক বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান বাংলার জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন বাংলার এই জনপদের বিভিন্ন নিদর্শন আমাদের ঐতিহ্যগত সম্পদ। তাই এই জনপদগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

## গ.প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের ধারণা ব্যাখ্যা:

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সময়কাল নিয়ে কিছুটা দ্বিধাবিভক্তি দেখা যায় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে। তখনকার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সময়কালগুলো অর্থাৎ যুগ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলা হয়। আবার কেউ কেউ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে আদি ঐতিহাসিক যুগ এবং ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে প্রাক-মধ্যযুগ বলেও যুগ বিভাজন করে থাকেন।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে প্রাচীন বাংলার অবস্থান। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলির বদৌলতে এর সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের বিদায়ের পর বাংলা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে এবং অপর বাংলা ভারতের অংশ হয়ে যায়। পরে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। প্রাচীন যুগে বাংলা এখনকার মতো কোনো একক ও অখন্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেয়া হয়েছিল জনপদ।